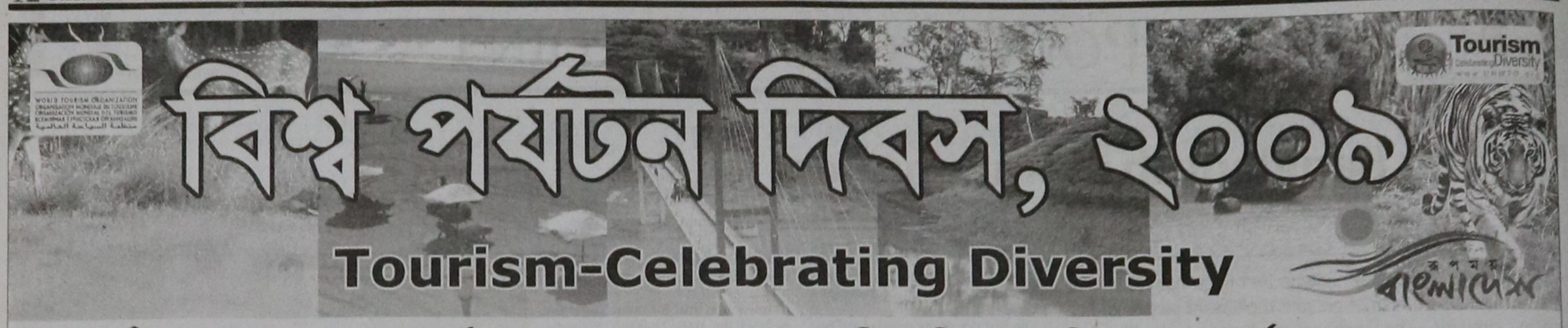

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

বিশেষ ক্রোড়পত্র — সেপ্টেম্বর ২৭, ২০০৯

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।
১২ আশ্বিন ১৪১৬
২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯

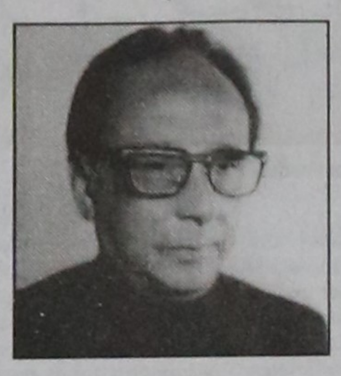

বাণী

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'বিশ্ব পর্যটন দিবস' পালিত হচ্ছে জেনে আমি খুশি হয়েছি। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

পর্যটন বাংলাদেশের এক অমিত সম্ভাবনাময় শিল্প। এদেশের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে হাজার বছরের সমৃদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির নিদর্শনাবলী। বর্ণাঢ্য জাতিসত্তা এবং বৈচিত্র্যময় অপরূপ নৈসর্গিক সৌন্দর্য আমাদের পর্যটন শিল্প বিকাশের অন্যতম আকর্ষণ। পর্যটন শিল্পের উপাদান ও ক্ষেত্রসমূহ দেশে-বিদেশে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে এ শিল্পের আরো বিকাশ ঘটানো সম্ভব। পর্যটন শিল্পের বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্য কাজে লাগিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে দেশের জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি ত্বরান্বিত হবে বলে আমি আশাবাদী। এ প্রেক্ষাপটে বিশ্ব পর্যটন দিবসের এ বছরের প্রতিপাদ্য 'Tourism-Celebrating Diversity' সময়পযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। আমি পর্যটন শিল্পের বিকাশে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি 'বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০০৯' এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

গোলাম মোহাম্মদ কাদের
মন্ত্রী
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১২ আশ্বিন ১৪১৬
২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯

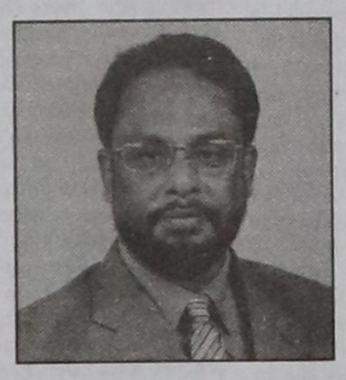

বাণী

পর্যটন শিল্প সারা বিশ্বে আজ একক বৃহত্তম শিল্প হিসেবে স্বীকৃত। পর্যটন শিল্পের দ্রুত বিকাশ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি ও সমাজ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। বিশ্বের অন্যান্য পর্যটন সফল দেশগুলোর ন্যায় বাংলাদেশও পর্যটন সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে এ উপমহাদেশের সুপরিচিত পর্যটন গন্তব্য হিবেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। বিশ্ব পর্যটন দিবসে এবারের মূল প্রতিপাদ্য 'Tourism-Celebrating Diversity' অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়েছে বলে আমি মনে করি। কারণ পর্যটন হচ্ছে একটি বহুমাত্রিক শ্রমঘন শিল্প। এ শিল্পের বহুমাত্রিকতার কারণে বিভিন্ন পর্যায়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সম্ভাবনা তৈরী হয়। ফলে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি এর সুফল প্রান্তিক জনগোষ্ঠী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অন্যদিকে সাম্য ও ভাতৃত্ববোধ সৃষ্টিকারী পর্যটন শিল্প আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে বিশ্বময় শান্তির পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য নির্ভর আমাদের পর্যটন শিল্পকে যথাযথভাবে লালন করে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখার উপযোগী করে গড়ে তুলতে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

আমি এ বিশেষ দিনে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ও অন্যান্য বেসরকারি সংগঠনসহ সংশিষ্ট সকলের গৃহীত উদ্যোগসমূহের সাফল্য কামনা করি।

গোলাম মোহাম্মদ কাদের

বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের বর্তমান প্রেক্ষিত ও সম্ভাবনা

নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্য, বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি, উৎসব-আনন্দ, দৃষ্টিনন্দন জীবনাচার বাংলাদেশকে গড়ে তুলেছে একটি বহুমাত্রিক আকর্ষণসমৃদ্ধ অনন্য পর্যটন গন্তব্য হিসেবে। এদেশের সৌন্দর্যে তাই মুগ্ধ হয়ে বিভিন্ন সময়ে আগত পরিব্রাজকগণ এর প্রশংসায় হয়েছেন পঞ্চমুখ।

বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, এদেশে রয়েছে বিশ্বের দীর্ঘতম নিরবচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক সমুদ্রসৈকত- কক্সবাজার, পৃথিবীর একক বৃহত্তম জীববৈচিত্র্যে ভরপুর ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল-সুন্দরবন, একই সৈকত থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত অবলোকনের স্থান সমুদ্রকন্যা-কুয়াকাটা, দুটি পাতা একটি কুঁড়ির সবুজ রংয়ের নয়নাভিরাম চারণভূমি- সিলেট, আদিবাসীদের বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি ও কৃষ্টি আচার অনুষ্ঠান সমৃদ্ধ উচ্চ সবুজ বনভূমি ঘেরা - চট্টগ্রাম পার্বত্যঅঞ্চল, সমৃদ্ধ অতীতের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা উত্তরাঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ, হাওড়-বাওড় আর অসংখ্য নদী-নালায় সমৃদ্ধ নদীমাতৃক এ বাংলাদেশ। তুলনামূলকভাবে স্বল্প আয়তনের দেশ হলেও বাংলাদেশে বিদ্যমান পর্যটক আকর্ষণে যে বৈচিত্র্য রয়েছে তা সহজেই পর্যটকদের আকর্ষণে সক্ষম।

উন্নত অবকাঠামো, পর্যটন শিল্প উন্নয়নে উপযুক্ত সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা, সংশিষ্ট সরকারী বিভাগগুলোর সমন্বয়, সরকারী-বেসরকারী যৌথউদ্যোগ, সঠিক পরিকল্পনা অনুযায়ী উপযুক্ত অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিপণন, নিরাপত্তা, পর্যটনপণ্য চিহ্নিতকরণের পাশাপাশি তা উন্নয়নে সমন্বিত উদ্যোগ বাংলাদেশকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একটি প্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত পর্যটক গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে তুলতে পারে।

পর্যটন একটি বহুমাত্রিক ও শ্রমঘন শিল্প। এ শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি একটি মজবুত কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বিশ্বের পর্যটন শিল্পে সফল দেশগুলোর দিকে তাকালেই এ সত্য সহজেই উপলব্ধি করা যায়। সবচেয়ে দ্রুত সম্প্রসারণশীল ও বৃহৎ বাণিজ্যিক কর্মকান্ড হিসেবে এ শিল্প বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং আয়বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে পর্যটন শিল্পের সমতুল্য অন্য কোন শিল্প বর্তমান নেই। পৃথিবীর সমগ্র জনগোষ্ঠীর প্রতি ১১ জনের মধ্যে গড়ে ১ জন বর্তমানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পর্যটন পেশার সাথে জড়িত। এ শিল্প সভ্যতার বিকাশ ও বিশ্বসাম্য প্রতিষ্ঠায় সমান অবদান রাখতে সক্ষম। এ ছাড়া বিশ্বের প্রকৃতি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সুরক্ষায় পর্যটন শিল্প সমানভাবে উপযোগী।

বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণগুলোর উপর ভিত্তি করে এদেশে ইকো পর্যটন, কৃষিভিত্তিক পর্যটন, সংস্কৃতিভিত্তিক পর্যটন, গ্রামীন পর্যটন, ক্রীড়া পর্যটন, দায়িত্ববোধভিত্তিক পর্যটন, নৌ পর্যটন, ধর্মভিত্তিক পর্যটনসহ পর্যটনের অন্যান্য দিকগুলির উন্নয়ন সম্ভব। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই পর্যটন শিল্পকে কার্যকর ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর লক্ষ্যে আধুনিক ও বাস্তবসম্মত পর্যটন নীতিমালা, পর্যটন আইন প্রণয়ন এবং ৫ বছর মেয়াদী একটি সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা প্রণয়ন -এর কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। দেশব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পর্যটনপণ্য সমূহকে চিহ্নিত করে সেগুলোর উন্নয়নের মাধ্যমে কিভাবে পর্যটকদের কাছে সুপরিচিত করে তোলা যায় তার কাজও চলছে। বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে জাতীয় পর্যটন কাউন্সিল পূর্ণগঠিত হয়েছে এবং এর একটি সভা শীঘ্র অনুষ্ঠিত হবে। এক্ষেত্রে সরকার প্রধানের প্রত্যক্ষ সংশিষ্টতা দেশের পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

বিশ্বের প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য নির্বাচন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বিস্ময় বিশ্বের একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল-সুন্দরবন চূড়ান্ত পর্বে বিশ্বের ২৮টি প্রাকৃতিক আকর্ষণের মাঝে স্থান করে নিয়েছে। বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তোলা এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এদেশকে একটি সুপরিচিত পর্যটক গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এ প্রতিযোগিতা একটি উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে ইতোমধ্যে স্বীকৃতি লাভ করেছে। আগামী ২০১১ সালের জুলাই মাসে বিশ্বের নতুন প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য নির্বাচনে বাংলাদেশের সুন্দরবন যদি স্থান করে নিতে পারে তাহলে ২০০৭ সাল থেকে শুরু হওয়া এ প্রতিযোগিতা বাংলাদেশের মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ স্বার্থক বলে বিবেচিত হবে। এ লক্ষ্যে আগামী ২ বছর সংবাদ মাধ্যম-সহ জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও ব্যাপকভাবে ইন্টারনেট ও টেলিফোনে ভোটদান একান্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পে বেসরকারী বিনিয়োগ বর্তমানে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে। দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এটি একটি অত্যন্ত ইতিবাচক দিক। বিশেষ করে সৈকতনগরী কক্সবাজার এক্ষেত্রে অগ্রগামী। পর্যটকদের আবাসন সুবিধা বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে কক্সবাজারে রাজধানী নগরী ঢাকা থেকেও বেশী হোটেল/ মোটেল গড়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যা হচ্ছে কক্সবাজারের প্রতি অভ্যন্তরীণ পর্যটকদের আকর্ষণবৃদ্ধি। একসময় কেবলমাত্র শীতকালে পর্যটকরা কক্সবাজারে গমন করত কিন্তু বর্তমানে মৌসুমের যে কোন সময় অবকাশকালীন ছুটিতে কক্সবাজারে পর্যটকদের ভীড় পড়ে যায়। কক্সবাজার-এর পাশাপাশি পার্বত্য তিন জেলা রাংগামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি বর্তমানে অভ্যন্তরীণ পর্যটকদের অগ্রাধিকারযোগ্য পর্যটন গন্তব্য হিসেবে সমান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সহজে গমনযোগ্য বিধায় অর্থাৎ যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল হওয়ার পাশাপাশি মানসম্মত আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় অভ্যন্তরীণ পর্যটকদের এ প্রবণতার অন্যতম কারণ বলে ধরে নেয়া যায়। অভ্যন্তরীণ পর্যটকদের এ প্রবণতাকে ধরে রাখতে হলে অনতিবিলম্বে সৈকতভিত্তিক পর্যটন ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুব্যবস্থা নেয়া একান্ত প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে মেরীন ড্রাইভ-এর কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে টেকনাফ পর্যন্ত বিভিন্ন আকর্ষণভিত্তিক রিসোর্ট গড়ে তোলা যায়। বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকতকে বাস্তবে একবারে ঘুরে দেখার পাশাপাশি পর্যটকদের অবস্থানের মেয়াদবৃদ্ধিতে উৎসাহের সৃষ্টি করবে যা পর্যটন খাতে আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ইতোমধ্যে একটি মাস্টারপ্ল্যানের আওতায় এ অঞ্চলের পরিকল্পিত উন্নয়নের কাজ অতিশীঘ্র গ্রহণ করা হচ্ছে এবং পর্যটকদের নিরাপত্তার স্বার্থে বর্তমান সরকার কক্সবাজারে প্রথমবারের মত ট্যুরিস্ট পুলিশ কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করেছে।

আগামী ২০১০, ২০১১ ও ২০১৪ সালে বাংলাদেশে সাউথ এশিয়ান গেমস্, ক্রিকেট বিশ্বকাপ ও টি-২০ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে সাউথ এশিয়ান গেমস্ ও টি-২০ বিশ্বকাপ এককভাবে এবং ২০১১ সালে ক্রিকেট-বিশ্বকাপ ভারত ও শ্রীলংকার সাথে বাংলাদেশ যৌথভাবে আয়োজন করবে। বাংলাদেশে ক্রীড়া পর্যটন উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ তিনটি মেগা আন্তর্জাতিক ইভেন্ট মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা যায়। বিশ্বে বর্তমানে ক্রীড়া অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে একটি দেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি পর্যটন গন্তব্য হিসেবে সহজে সুপরিচিতি অর্জন করছে। এই মেগা ইভেন্টগুলোকে কেন্দ্র করে দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটিয়ে অংশগ্রহণকারী দেশসমূহ থেকে আগত পর্যটকদের আশাপ্রদ সুযোগ সুবিধা প্রদান করে তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারলে এ পর্যটকদের পাশাপাশি অন্যান্য পর্যটকদেরও বাংলাদেশের প্রতি আকৃষ্ট করা সম্ভব হবে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশকে একটি শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলে এ ধরনের আন্তর্জাতিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের অন্যতম ভেন্যু হিসেবে বাংলাদেশের সুপরিচিতি বৃদ্ধি পাবে যা দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইতোমধ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। এ টাস্কফোর্সে সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ বেসরকারী সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। আশা করা যায় সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অত্যন্ত সফলভাবে ইভেন্টগুলো বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হবে এবং এগুলোকে কেন্দ্র করে পর্যটন কর্মকান্ড বৃদ্ধির পাশাপাশি এর উপর নির্ভরশীল অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ সুগম হবে।

দিনবদলের অঙ্গীকার, ঘরে ঘরে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করে যাওয়া বর্তমান সরকারের এ লক্ষ্যে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প। পর্যটন শিল্পে সফল পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সফলতার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে তাদের পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন। এ শিল্পের উন্নয়ন ঘটিয়ে এসব দেশের অর্থনীতির বুনিয়াদকে সমৃদ্ধশালী করে তোলার মাধ্যমে বিশ্বমানচিত্রে তাদের অবস্থান হয়েছে সুদৃঢ়। বাংলাদেশকে আগামী ২০২১ সাল নাগাদ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে হলে এ শিল্পকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা একান্ত জরুরী। কেননা দেশের অন্যান্য অর্থকরী শিল্প সমূহ বর্তমানে বিশ্বমন্দার নেতিবাচক প্রভাবে যেভাবে সরকারী অনুদানের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে তা ভবিষ্যতে অর্থনীতির উপর আরও বিরুপ প্রভাব বয়ে নিয়ে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এছাড়া দেশে জনসংখ্যার বর্ধিষ্ণু হার এসব শিল্পের সংকোচনে বেকার সমস্যার সৃষ্টি করবে এবং নতুন কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাকে পাশাপাশি সংকুচিত করবে। এ ক্ষেত্রে পর্যটন শিল্পের পরিকল্পিত ও যথাযথ উন্নয়ন এ ধরনের সমস্যা মোকাবেলায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (UNWTO) -এর উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী পর্যটন শিল্পের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশ্ব পর্যটন দিবস পালিত হয়। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশে প্রতিবছরের ন্যায় এবারেও নানা আয়োজনের মাধ্যমে পালিত হবে। বিশ্ব পর্যটন দিবসের এ বছরের প্রতিপাদ্য Tourism - Celebrating Diversity. সারা বিশ্বব্যাপী পর্যটন শিল্পের ব্যাপক প্রসারের সাথে টেকসই পরিবেশ ও সংস্কৃতির সামঞ্জস্য বিধানে বিশ্বায়নের ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপের পাশাপাশি এ শিল্পের মানবীয় দিক যেমন সহমর্মিতা সৃষ্টিতে এ শিল্পের সামর্থ্য, সামাজিক অন্তর্ভূক্তি ও জীবন যাত্রার উচ্চ মানোন্নয়নের প্রসারকে প্রাধান্য প্রদান করা হয়েছে এবারের প্রতিপাদ্যে। পর্যটন শিল্প বৈচিত্র্যনির্ভর বহুমাত্রিক শিল্প হওয়ার ফলে বৈচিত্র্যে ভরপুর এ শিল্পে বিভিন্ন মানবীয় কর্মকান্ডের সম্পৃক্ততার কারণে মানবসম্পদের সংশিষ্টতা এক্ষেত্রে বেশী। যার মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিস্তার ঘটার সাথে কর্মসংস্থানের বিপুল সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাই এ শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত মানবগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন সহজেই প্রভাবিত হয়। সামগ্রিকভাবে পর্যটন শিল্পের প্রসার ও উন্নয়নকে কেন্দ্র করে সংশিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। যার প্রভাবে স্থানীয় ও বৃহৎপরিমন্ডলে কেন্দ্রীয় অর্থনীতির গতিধারা সচল হওয়ার সুযোগ পায়।

বিশ্ব পর্যটন সংস্থার মতানুযায়ী একমাত্র পর্যটন শিল্পে বিনিয়োগের ১০০ ভাগ রিটার্নের নিশ্চয়তা রয়েছে। বর্তমান সরকার পিপিপি'র আওতায় বিনিয়োগকে উৎসাহিত করছেন যা এ শিল্পে বিনিয়োগে একটি ইতিবাচক প্রভাব বয়ে নিয়ে আসবে বলে আশা করা যায়। বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ও কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট লি: এর ফয়'স লেক প্রকল্প এক্ষেত্রে সফলতার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। বিভিন্ন পর্যটন স্পটে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের অধীনস্থ জমি গুলোকে পিপিপি'র আওতায় এনে দেশী বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হলে এ শিল্পের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ শিল্পের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই দেশ স্বাধীন হবার পর দেশের বিভিন্ন পর্যটন আকর্ষণীয় এলাকায় পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়নের পাশাপাশি বিদেশে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করেন। জাতির জনক-এর এ স্বপ্নের পথ ধরে বাংলাদেশ সামনে এগিয়ে যাবে এবং সম্ভাবনাময় এ শিল্পের যথাযথ ও পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের দিনবদল, ঘরে ঘরে কর্মসংস্থান ও ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মূল রূপকার শিল্প হিসেবে পর্যটন শিল্প দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্রমুক্ত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে অচিরেই সমর্থ হবে বলে আশা করা যায়।

তাই আগামী ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশে অন্যান্য সবকিছু ঠিক থাকলে ২০ লক্ষ পর্যটক আগমনের লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে কাঙ্খিত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিনোদনের পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি, পর্যটন আকর্ষণের বহুমুখীতা বৃদ্ধি, পরিকল্পিতভাবে পর্যটন পণ্য উন্নয়ন, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান, পর্যটন বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, কার্যকর পেশাদারী ও দক্ষ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। যা বাস্তবায়িত হলে দিগন্ত রাঙ্গিয়ে ভোরের নতুন সূর্যের আভায় অমিত সম্ভাবনার দেশ হিসেবে আবির্ভূত হবে আমাদের সবার প্রিয় স্বদেশ- "রূপময় বাংলাদেশ"।

মোঃ হেমায়েত উদ্দিন তালুকদার
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

---

banglalink

Courtesy Message

It is our pleasure to be associated with Bangladesh Parjatan Corporation to observe World Tourism Day 2009.

Tourism, today, has become one of the largest industries in the world. The theme of this year's World Tourism Day is "Tourism – Celebrating diversity" and this theme is very appropriate for a country like Bangladesh. We strongly believe that there is immense potential for the growth of tourism in Bangladesh. Bangladesh has its unique natural beauty, with the longest unbroken sea beach in the world: Cox's Bazar, the largest mangrove forest & the Royal Bengal tiger: Sundarbans; the serenity of tea gardens: Sylhet, etc. Banglalink has always been in the forefront of all efforts aiming at putting Bangladesh at the position it deserves. With proper investment and long term vision, tourism can become one of the highest sources of foreign currency earnings in Bangladesh. The nomination of Cox's bazaar and Sundarbans in new7wonders Nature Campaign and Sundarban's current position in the top list is an indication towards a brighter future of tourism in Bangladesh.

As a responsible corporate citizen who shares the challenges and hopes of the Bangladeshi people, Banglalink will always support the efforts that portray Bangladesh in a positive image. Banglalink as the proud partner of Bangladesh Parjatan Corporation has been trying to provide every support possible for the development of the industry and we will continue to do so. We believe in this country and in the bright future tourism holds for Bangladesh.

Ahmed Abou Doma
Chief Executive Officer
banglalink

Ahmed Abou Doma

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১২ আশ্বিন ১৪১৬
২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯ বিশ্ব পর্যটন দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলাদেশে পর্যটনশিল্প উন্নয়নের সম্ভাবনা অপরিসীম। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি অনন্য পর্যটন গন্তব্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে বলে আমি মনে করি।

দেশী-বিদেশী পর্যটকের গমনাগমন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বেকারত্ব দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে এবং এর মাধ্যমে একটি দেশের অর্থনৈতিক ভিত মজবুত হয়।

এ বছরের বিশ্ব পর্যটন দিবসের মূল প্রতিপাদ্য Tourism-Celebrating Diversity বর্তমান প্রেক্ষিতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে আমি মনে করি। বহুমাত্রিক পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে বর্তমান সরকার সূচিত দিনবদলের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের পাশাপাশি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব হবে বলে আমি আশা করি।

পর্যটন শিল্পের দ্রুত বিকাশ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে বিনিয়োগের আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি বিশ্ব পর্যটন দিবসের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন
সচিব
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১২ আশ্বিন ১৪১৬
২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯

বাণী

বিশ্ব পর্যটন সংস্থার উদ্যোগে সারা বিশ্বে প্রতি বছর ২৭ সেপ্টেম্বর নিয়মিতভাবে 'বিশ্ব পর্যটন দিবস' পালিত হয়ে আসছে। এবারও বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও এ দিবসটি পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পর্যটন শিল্পের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পর্যটন দিবস পালিত হয়। জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মূল প্রতিবন্ধকতাসমূহকে চিহ্নিত করার পাশাপাশি কিভাবে সে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব তা গুরুত্বের সাথে তুলে ধরতে এবারের মূল প্রতিপাদ্য Tourism-Celebrating Diversity যা যথার্থ ও উপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। পর্যটন বহুমাত্রিক শ্রমঘন শিল্প বিধায় এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড গতিশীলতা লাভ করে। ফলশ্রুতিতে এ শিল্পের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং মাঝারি ও ছোট ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সূচনা হয়। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প আশানুরূপ অগ্রগতি অর্জন করতে সমর্থ না হওয়ায় বর্তমান সরকার পর্যটন ও সেবা শিল্প খাতে ব্যাপক কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পর্যটন পণ্যসমূহের চিহ্নিতকরণের কাজ প্রাথমিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় পর্যটন কাউন্সিল পুণর্গঠিত হয়েছে। সারা দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হচ্ছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে পর্যটন শিল্পে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল উদ্যোগের ফলে পর্যটন ও সেবা শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হবে। মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন হবে।

এ বছরের বিশ্ব পর্যটন দিবসে সারা বিশ্বব্যাপী পর্যটন শিল্পের ব্যাপক প্রসারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পরিবেশ, প্রতিবেশ ও বিভিন্ন জাতিগত সংস্কৃতিকে প্রাধান্য প্রদান করা ছাড়াও সহমর্মিতা সৃষ্টিতে এ শিল্পের সামর্থ, সামাজিক অন্তর্ভূক্তি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নকে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে উন্নত সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় পর্যটন শিল্প উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আমি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আমি বিশ্ব পর্যটন দিবস পালনের কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করছি এবং এর সুফল সমাজে ও দেশে প্রতিফলিত হোক এ প্রত্যাশা করি।

হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন

Bangladesh Parjatan Corporation
NATIONAL TOURISM ORGANIZATION

banglalink
An ORASCOM TELECOM Company

বাংলালিংক বাংলাদেশ পর্যট